নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন

ভারতের তথা বিশ্বের পরিবেশ আন্দোলনগুলির মধ্যে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন মূলত নর্মদা ভ্যালি প্রকল্পের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল। স্বাধীন ভারতের এক অন্যতম উচ্চকাঙ্ক্ষী প্রকল্প হিসাবে নর্মদা ভ্যালি প্রকল্পকে চিহ্নিত করা যা নর্মদা নদীর ও তার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বরাবর ছোটো-বড়ো মিলিয়ে প্রায় ৩২০০টি বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করে। যার

Scanned with CamScanner

মধ্যে ৩০টি হল বৃহৎ ও ১৩৫টি মাঝারি পাল্লার বাঁধ, বাকি সবই ছোটো বাঁধ। উপরোক্ত বাঁধগুলির মধ্যে দুটি বহুমুখী বৃহৎ বাঁধ রয়েছে—একটি গুজরাটের সর্দার সরোবর বাঁধ এবং দ্বিতীয়টি মধ্যপ্রদেশের নর্মদা সাগর বাঁধ। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন মূলত সর্দার সরোবর বাঁধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।

যদিও প্রাথমিকভাবে সর্দার সরোবর বাঁধ একাধিক প্রয়োজন মেটাবে এরকম দাবী করা হয়। যেমন—এই প্রকল্প গুজরাটের কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের পানীয় জলের চিরন্তন সমস্যাকে বহুলাংশে কমাবে। এছাড়া এটি বার্ষিক প্রায় ১৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। সর্বোপরি, এই প্রকল্প জলসেচ ও বন্যা নিবারণে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

কিন্তু বাস্তবে, এই প্রকল্প উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে একাধিক নতুন সমস্যার জন্ম দেয়।

প্রথমত, সর্দার সরোবর বাঁধ নর্মদা অববাহিকায় যুগ যুগ করে বসবাসকারী অধিবাসীদের ওই অঞ্চল থেকে উৎখাত করে। প্রাথমিকভাবে (১৯৭৯ সালে) উৎখাত হওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল ৬,০০০ এর কিছু বেশি, যা বর্তমানে সরকারি হিসাবেই দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪১,৫০০ জন। যদিও নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মতে উৎখাত হওয়া মানুষের সংখ্যা ৮৫,০০০ এরও বেশি।

দ্বিতীয়ত, এই প্রকল্প পরিবেশ তথা গোটা নর্মদা অববাহিকা অঞ্চলের পরিবেশের উপর এক অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে। বিভিন্ন বেসরকারি গবেষণায় দেখা গেছে যে যদি সর্দার সরোবর বাঁধের উচ্চতা সর্বোচ্চ বৃদ্ধি করা হয় তাহলে তা প্রায় ১৩,০০০ হেক্টর বনভূমিকে নিমজ্জিত করবে এবং যার পরিণামে পরিবেশের এক অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় মূলত ৮০ দশকের শেষের দিকে বিতর্কিত সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে। প্রাথমিকভাবে এই আন্দোলনের সূত্রপাত মেধা পাটকারের নেতৃত্বে নর্মদা অববাহিকা অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগকে চিহ্নিত করা যায়। প্রথমের দিক যদিও প্রকল্পের সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ শ্রেণির মানুষদের মধ্যে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করায় ক্রমশ তা জনগণের আন্দোলনে পরিগণিত হয়। ১৯৮৮ সালে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে নর্মদা ভ্যালি প্রকল্প বন্ধের দাবী জানায় এবং দুই বছরের মধ্যেই এই আন্দোলন প্রকৃত অর্থে জনগণের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বরে যখন এই নদী অববাহিকা অঞ্চলের প্রায় ৫০,০০০ আন্দোলনকারী জড়ো হয় এবং সমস্তরকম ধ্বংসাত্মক উন্নয়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শপথ নেয়। বাঁধ ও তার সংলগ্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে এবং ঐ সম্বন্ধে জমায়েত নিষিদ্ধ করে। ফলত সমগ্র এলাকাটি একটি পুলিশ ক্যাম্পে পরিণত হয়।

১৯৯০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর কয়েক হাজার গ্রামবাসী পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অবজ্ঞা করে পথে পথে হেঁটে নৌকায় অঞ্চলের বদওয়ানী (Badwani) নামে একটি ছোটো শহরে জড়ো হয় এবং নিজ গৃহ পরিত্যাগ করার পরিবর্তে জলে ডুবে প্রাণ ত্যাগ করার শপথ নেয়। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে যখন ৭ জনের এক আত্মঘাতী বাহিনী তাদের জীবন ত্যাগ করতে উদ্যত হন। অচলাবস্থা আরো বেশ কয়েক সপ্তাহ চলতে থাকে এবং ১৯৯১ সালে ৭ জানুয়ারী ওই আত্মঘাতী বাহিনী আমরণ অনশন শুরু করে। উত্তেজনা চরমে উঠলে দেশ বিদেশি সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক, বেসরকারি সংগঠন/স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই আন্দোলনকে এক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত করে। অবশেষে জনমতের প্রবল চাপে বিশ্বব্যাঙ্ক এই প্রকল্প পর্যালোচনা করার জন্য এক স্বাধীন Review Commission নিয়োগ করতে বাধ্য হয় যা ১৯৯১ সালে তার ঐতিহাসিক রিপোর্ট পেশ করে এবং জনগণ তথা আন্দোলনকারীদের আশঙ্কা গুরুত্ব দিয়ে এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে। এই বছরেই পামেলা Cox কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্বব্যাঙ্ক ভারত সরকারকে ৬ মাসের মধ্যে কতকগুলি ন্যূনতম শর্ত পূরণের কথা বলে।

Scanned with CamScanner

কিন্তু সরকার তা করতে ব্যর্থ হলে ১৯৯৩ সালের ৩০ মার্চ বিশ্বব্যাঙ্ক এই প্রকল্প গোষ্ঠী হতে তাদের আর্থিক আরোপ প্রত্যাহার করে নেয়। যদিও বিশ্ব ব্যাঙ্কের পশ্চাৎপসরণ সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্পকে বন্ধ করতে পারেনি। এই আন্দোলন অনেকাংশে স্তিমিত হলেও আজও অব্যাহত।

Scanned with CamScanner